তারু মুখার্জ্জী প্রোডাকসন্সের
দ্বিতীয় নিবেদন
সৎভাই
প্রযোজনা, রচনা ও পরিচালনা
তারু মুখার্জ্জী
সঙ্গীত • আলী আকবর
Slydco

তারু মুখার্জ্জী প্রোডাক্‌সনের দ্বিতীয় নিবেদন

"সংভাই"

প্রোযোজনা, রচনা ও পরিচালনা—**শ্রীতারু মুখোপাধ্যায়**

সঙ্গীত—**ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ**

চিত্রশিল্পী—ননী দাস
শিল্প নির্দ্দেশনা—প্রসাদ মিত্র
ব্যবস্থাপনা—বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাজসজ্জা—দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই
পুনঃ শব্দযোজনা—শ্যামসুন্দর ঘোষ
স্থির চিত্র—হেমেন মিত্র
পট শিল্পী—অনু বর্দ্ধন
পরিচয় লিখন—প্রসাদ মিত্র

সম্পাদনা—অমিয় মুখোপাধ্যায়
শব্দযন্ত্রী—জে, ডি, ইরাণী, নৃপেন পাল, বাণী দত্ত
কর্মসচিব প্রভাত দাস

গীতিকার—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপসজ্জা—শৈলেন গাঙ্গুলী
প্রচার—ধীরেন মল্লিক

—ঃ সহকারীবৃন্দ ঃ—

পরিচালনায়—শুভেন সরকার ও কালীপদ জোয়ারদার
চিত্র শিল্পে—কৃষ্ণধর
সঙ্গীতে—আশীষ কুমার খাঁ ও অলক দে

সম্পাদনা—শক্তিপদ রায়, অশোক কুমার ঘোষ
রূপসজ্জা—অনাথ মুখোপাধ্যায়

—ঃ নেপথ্য কণ্ঠে ঃ—

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, তরুণ ব্যানার্জী, শিপ্রা চক্রবর্ত্তী ও আরও অনেকে

অন্তদৃশ্য চিত্র গ্রহণ—ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও, নিউ থিয়েটার্স ১নং ও ক্যালকাটা মুভিটোন (প্রাঃ) লিঃ

আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

ইণ্ডিয়া ফিলম্ ল্যাবরেটরীজে আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত

বিশ্বপরিবেশক—কাশ্মীর ফিল্মস্

—ঃ রূপায়ণে ঃ—

সন্ধ্যারাণী, অসিতবরণ, মঞ্জুলা, শম্পা, গীতা দে, তপতী ঘোষ, নিভাননী, রেণুকা, রাজলক্ষ্মী, তরুণ কুমার, অনুপ কুমার, বিপিন গুপ্ত, জহর গাঙ্গুলী, ভানু ব্যানার্জী, জহর রায়, শ্যাম লাহা, নৃপতি চ্যাটার্জী, সুখেন, তিলক, প্রবীর কুমার, মণি শ্রীমাণী, বিমান ব্যানার্জী, মিহির ভট্টাচার্য্য, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, খগেন পাঠক, প্রীতি মজুমদার, শিবেন ব্যানার্জী ও নাসিম বানু (বম্বে)।

গল্পাংশ

বাংলার একটি গ্রাম। নাম আনুখাল। সেখানে চরণ চক্রবর্ত্তী থাকে। তার ব্যবসা চড়া সুদে চাষীদের মধ্যে টাকা খাটানো। গরীব চাষীরা ধার না নিয়ে পারে না। চরণের ব্যবসাও জোর চলে।

চরণের স্ত্রী সরমার কোনও ছেলে হয়নি, সে মনে প্রাণে চায় তার একটি ছেলে হোক, কিন্তু ওতো চাইলেই পাবার জিনিষ নয়, তাই একান্ত ইচ্ছে থাকলেও আজও সরমার ছেলেপুলে হোল না।

ওদিকে চরণ চক্রবর্ত্তী ভেতরে ভেতরে ঘটক লাগিয়ে দিয়েছে আর একটা বিয়ে করবে ব'লে। বংশটা তো বজায় রাখতে হবে? তিলোত্তম ঘটক মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছে। গ্রামের প্রায় সব লোকই চরণের কাছে টাকা ধারে, তাই কেউ কিছু ব'লতে পারে না।

গ্রামের ক্ষ্যান্ত পিসিকে তিলোত্তম রাজী করালো যাতে সে চরণের স্ত্রী সরমাকে বুঝিয়ে রাজী করাতে পারে এই ব্যাপারে, অর্থাৎ এমন ব্যাপার করবে যাতে সরমা যেন চরণকে বলে আর একটা বিয়ে করতে। সরমার সরল মন সে ব্যাপারটা কিছুই বুঝলে না। শ্বশুরের বংশ থাক এটাই সে চায়।

চরণ তিলোত্তম ঘটকের মেয়েকে বিয়ে করলে। কিন্তু কালে তিলোত্তম ঘটকের মেয়ে প্রতিমার ছেলে হোল। ছেলে হওয়ার শুভদিনেই বাড়ীর সকলকে কাঁদিয়ে প্রতিমা ইহলোক ত্যাগ করল।

বিধাতার এমনি বিধান! অনেক দিন পরে সরমারও এটির ছেলে হোল।

চরণ কিন্তু একেবারে পালটে গেছে। আগের চরণ আর এখনকার চরণে অনেক তফাৎ। সুদের ব্যবসা সে ছেড়ে দিয়েছে।

এদিকে প্রতিমার ছেলে মহিম আর সরমার ছেলে রমেশ ধীরে ধীরে বড় হ'তে লাগলো। সরমা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তার সৎছেলে মহিমকে আর নিজের ছেলে রমেশ সে তো গোল্লায় গেছে। সরমা তাকে দেখতেই পারে না। মহিম কিন্তু তার সৎভাই রমেশকে এত ভালবাসে যে তা বলা যায় না।

রমেশ লেখাপড়া করে না। তার ভয়ানক যাত্রা করার সখ সে অনবরত যাত্রার মহড়া দেয়। রমেশের সব দোষ মহিম নিজের মাথায় চাপিয়ে নেয়। এজন্যে তাকে অনেক মিথ্যে কথা ব'লতে হয়, মায়ের কাছে অনেক লাঞ্ছনা পেতে হয়। মহিম ভাবে ভাইয়ের কষ্ট দাদা ছাড়া আর কে দেখবে।

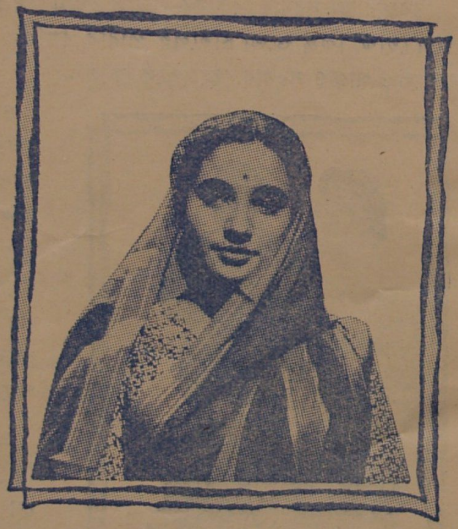

দিন আটকে থাকে না। একদিন চরণ মারা গেল। সরমা বিধবা হোল দুই ছেলে নিয়ে। ছেলেরা বড় হোল তাদের বিয়েও হোল কিন্তু রমেশ সব কিছু ভুলে যাত্রা নিয়েই ব্যস্ত। আজ এখানে, কাল ওখানে এই নিয়ে মেতে আছে। সংসার তার কাছে কিছুই নয়।

দাদা ভাইয়ে এই নিয়ে মাঝে মাঝে মতান্তর হয়। কিন্তু রমেশের এক কথা সে যাত্রা থিয়েটার ছাড়তে পারবে না।

গ্রামে সেন মশাই ফিরে এলেন বিলেত থেকে। তিনি এতদিন বিলেতেই ছিলেন। সেইখানেই মেম্ বিয়ে ক'রেছিলেন। সেই মেমের একটি মেয়েও হ'য়েছিলো, নাম ইভা। মিষ্টার সেনের সেই মেম্ স্ত্রী মারা যাওয়াতে তিনি তার বিলিতি মেয়েকে নিয়ে গ্রামে ফিরে এলেন। তার ইচ্ছে গ্রামে একটা কারখানা করবেন তা'হলে গ্রামের অনেক উন্নতি হবে।

রমেশের দাদা মহিমের ইচ্ছে গ্রামে ট্রাকটর দিয়ে চাষ হবে। দাদা ভাইয়ে এই নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল। মহিম চায় চাষ আবাদ হোক রমেশ চায় কারখানা হোক্। ঝগড়া চরমে উঠলো। মহিম বলে কারখানা হওয়া নিশ্চয়ই ভালো। তবে তার জন্যে চাষের জমি নষ্ট হোতে দোবনা। আর রমেশ বলে কারখানা হবেই। এই নিয়ে ঝগড়া। শেষ পর্য্যন্ত ঝগড়া মিটল কি ?

সঙ্গীত

(১)

ওরে ও পাগল বাউল
তোর হাতের ঐ একতারাটির তারে
কান্নাহাসির পালা বদল চলে বারে বারে।
তোর খেয়ালের ঘন ঘটায়
ঝোড়ো হাওয়া প্রদীপ নেভায়
পূর্ণ চাঁদের আলোও আবার
আসে অন্ধকারে।
এই জীবনের ভুলের হিসাব তাইতো ভাবা ভুল
জানিনা তো দেখবো কখন ভুল হয়েছে ফুল ;
সেই নিয়তির ক্ষ্যাপা নদী
যায় বয়ে যায় নিরবধি
যেমন ভাঙ্গে তারো বেশী
ভরায় এ সংসারে

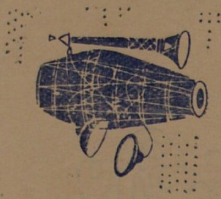

(২)

বিদেশী কি দিশি আছে যত পিসি
রাঙ্গা পিসী সকলের সেরা ॥
ওঃ ওঃ ওঃ
আছে তো রূপাসী কত ।
পিসি আর মাসি গো ।
সেই এত সুন্দর কারো কোন খাসি গো ॥
কারো কোন খাসি—
কে গো এতভারি রঙ্গেতে বাহারি
সাড়া দেহ চর্বিতে ঘেড়া,
মসল্লা মাখিয়ে নিয়ে হাড়িতে ছেড়ে,
যত দেখি তত ক্ষিদে যায় যে বেড়ে,
ক্ষিদে বেড়েই যায় গো
কি হবে উপায় গো ।
কারো খাসি কোন কালে পাগল তো করেনি,
দেখেই জিবেতে এত জল ঝড়ে পরেনি ॥
তুল তুলে গাটি যেতো হাঁটি হাঁটি
মনে হতো পিঠে এক প্যাড়া ॥

(৩)

অন অ্যান আইল্যাণ্ড অফ্ মুন্
গুড্ উই মিট এগেন সুন
শুড্ আই স্পিক টু ইউ
সামথিং ভেরি ভেরি নিউ
সেইকথা যে কোন ভাষায়
মনে মনে বলে যাওয়া যায় ।
ইতিহাস জানে তার মানে
পুরোনো সে তবু যে নতুন ।
অন দি ড্রিম ল্যাণ্ড অফ্ লভ্
লাইক এ ফ্লাইং হ্যাপি ডভ
ক্লসিং সেভেন সিজ
উই আর নিয়ার এ্যাট ইজ্ ।
যত বাধা যত ব্যবধান
নিমিসেই হল অবসান ।
ভালবাসা ফুল হয়ে ফুটে,
সবদেশে আনে যে ফাগুন ॥

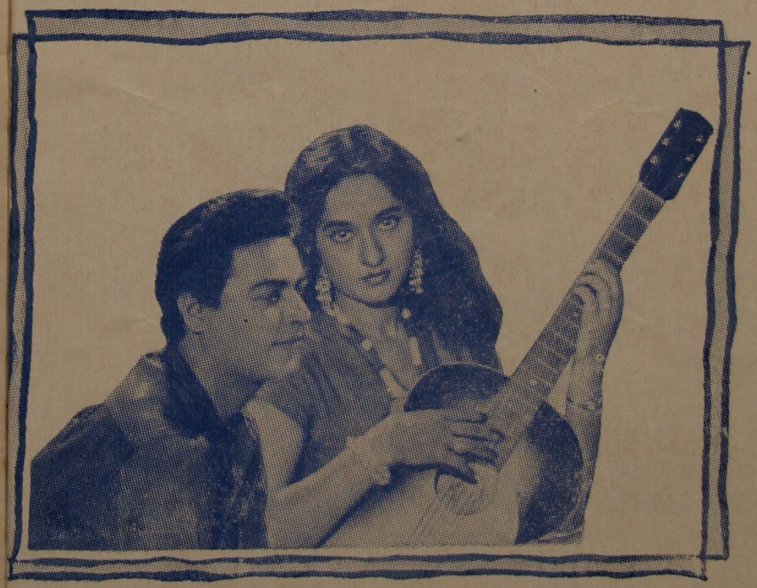

প্রস্তুতির পথে

তারু মুখার্জ্জী প্রোডাক্সনের তৃতীয় নিবেদন ঃ—

"মালা—চন্দন"

প্রযোজনা, রচনা ও পরিচালনা—

তারু মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত ঃ—**আশীষ খাঁ ও ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্য**

প্রধান ভূমিকায় ঃ—

সন্ধ্যারাণী, মঞ্জু দে, গীতা দে, কালী ব্যানার্জ্জী,
প্রবীর কুমার, গীতালী রায়।

প্রচার তত্ত্বাবধান—ধীরেন মল্লিক :: মুদ্রণে—স্বদেশী প্রিন্টিং, কলিকাতা-১৪